4th Sem.
Paper : Generic

উত্তরণের মাপকাঠিতে নারীবাদ

রীনা পাল

ভারতীয় সংবিধান ও নারীবাদ ঃ

ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদে পুরুষ ও মহিলার সমানাধিকারের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহিলাদের জন্য ছিল কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থাও। যেমন —

(ক) সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই সবার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন মৌলিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা হয়েছে।

(গ) নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার ভোগ করবে এবং একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমান মজুরী পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে নারীজাতির মর্যাদা হানিকর সব প্রথাকে পরিহার করার কথা বলা হয়েছে।

(ঙ) সর্বোপরি, ভোটাধিকার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপরোক্ত সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়াও নারী জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু সামাজিক আইনও প্রণীত হচ্ছে যেগুলি নারীদের সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং নারীর স্বার্থরক্ষার বিষয়টিও এগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেগুলি হল নিম্নরূপ —

(১) ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইন।

(২) ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন।

(৩) ১৯৫৬ সালের হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন।

(৪) ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন।

(৫) ১৯৭৬ সালের সমমজুরী আইন।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ নং ধারা দুটিতে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৬ নং ধারাতে চাকরি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ নং ধারার ৩ নং উপধারায় নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিতে সমরূপ পৌর আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্রের নারীদের উপর যে অবিচার চলছে তা যে কতটা মারাত্মক, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই সেকথা বলে দেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে, সমতার ক্ষেত্রে নারী ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে বিশ্বায়নের তুরীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও। ফাঁক থেকে যাচ্ছে আদর্শ এবং বাস্তবতার সঙ্গে। মিল থাকছে না নীতির সঙ্গে আদর্শের।

জাতীয় মহিলা কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ঃ

(ক) মহিলাদের সাংবিধানিক ও আইনগত রক্ষাকবচের মূল্যায়ণ করা।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মহিলাদের সুরক্ষা বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশা করা।

(গ) কেন্দ্র ও রাজ্যের মহিলাদের অবস্থান উন্নতি কল্পে পরামর্শ প্রদান করা।

(ঘ) সাংবিধানিক আইন সমূহ পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

(ঙ) উপযুক্ত সংস্থার কাছে মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার ভঙ্গের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(চ) মহিলাদের অধিকার, সমানাধিকার ও মানবাধিকারের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালু রাখা।

(ছ) মহিলাদের উপর অত্যাচার ও বৈষম্যের কারণগুলি চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য কৌশল স্থির ও পরামর্শ দান করা।

(জ) মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ ও পরামর্শ দেওয়া।

(ঝ) কারাগারে ও হোমে মহিলারা কিভাবে আছেন তা পরিদর্শন করা এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(ঞ) কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত যে কোন বিষয়ে মতামত প্রদান করা।

নারী উন্নয়ন ও জাতীয় মহিলা কমিশন ঃ

১৯৯০ সালে মহিলাদের জন্য জাতীয় মহিলা কমিশন আইন রচিত হয়। এই আইন অনুসারে জাতীয় মহিলা কমিশন বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গঠন ঃ ১৯৯০ সালের জাতীয় মহিলা কমিশনের আইনে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কমিশন গঠন করবে নিম্নলিখিতভাবে —

(১) সভাপতি যিনি হবেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং মহিলাদের স্বার্থে কাজ করার কমিটমেন্ট থাকতে হবে।

(২) পাঁচ জন সদস্য হবেন যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং তাঁদের আইন, ট্রেড ইউনিয়ন, প্রশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকবে।

(৩) একজন সদস্য সচিব থাকবেন যিনি প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক বিষয়ে অথবা সমাজ আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

(৪) মহিলা কমিশনের আইনে বলা হয়েছে সদস্যদের মধ্যে একজনকে অবশ্যই তফসিলি জাতি বা উপজাতি ভুক্ত হতে হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের ভূমিকা ঃ

মহিলাদের জন্য জাতীয় কমিশন প্রেরিত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করতে বাধ্য। এই প্রতিবেদনে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা জানাতে হয়। অনুরূপ রাজ্যের কোন বিষয় থাকলে তা রাজ্য আইনসভায় উপস্থিত করার জন্য প্রেরিত হয়। মহিলা কমিশন দেওয়ানী আদালতের ন্যায়।

(১) যে কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিতির জন্য ডেকে পাঠাতে পারে।

(২) যে কোন দলিল বা নথি উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(৩) সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতে সাক্ষ্য নিতে পারে।

(৪) যে কোন আদালত বা অফিস থেকে নথি চাইতে পারে।

(৫) সাক্ষী এবং নথিপত্র পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দিতে পারে এবং

(৬) মহিলা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারে।

জাতীয় মহিলা কমিশন আয়োগের আইনের ১০ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি সেল গঠন করতে পারে। এই সেল যে কোন মহিলা নির্যাতনের বিষয়ে তদন্ত করতে পারে। কমিশন সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহকে এই তন্দ কাজে যুক্ত করতে পারে।

জাতীয় মহিলা কমিশন নিয়মিত ভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে অথবা রাজ্য মহিলা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে লিঙ্গ বৈষম্যের নিরসনে ও মহিলাদের ক্ষমতায়ণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। বিদ্বজন, বুদ্ধিজীবি, গণমাধ্যম ও সমাজসেবীদের সাহায্য নিয়ে মহিলারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তা সুনিশ্চিত করে। এছাড়া মহিলা কমিশন বিভিন্ন সেমিনার, জনসভা, ওয়ার্কশপ, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি পরিচালনা করতে পারে এবং সংখ্যালঘু মহিলাদের মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

মহিলা কমিশনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ঃ

(১) রাজস্থানে ভাতরি গণধর্ষণ মামলায় এস. ভানওয়ারি দেবীর পক্ষে সওয়াল।

(২) রামেশ্বর মামলায় চরম শাস্তি দানের দাবীকে প্রতিহত করা।

(৩) মহিলাদের জাতীয় কমিশন কর্তৃক পারিবারিক মহিলা লোক আদালত গঠন এক যুগান্তকারী ঘটনা।

(৪) ফকরুদ্দিন মুবারক শেখ বনাম জয়তুনবাই মুবারক শেখ মামলায় বিচ্ছেদ প্রাপ্ত মুসলিম মহিলার খোরপোষ আদায়ের দাবিতে লড়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) সাম্প্রতিক দিল্লী ধর্ষণ কান্ডের প্রতিবাদে গণ আন্দোলন কর্মসূচী পালন এবং সফলতা অর্জন।

— ০ —